মামলুক সিরিজ-১

নুরুদ্দিন খলিল

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নারী শাসক

সুলতানা শাজারাতুদ দুর

মামলুক সিরিজ-১

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নারী শাসক

সুলতানা শাজারাতুদ দুর

নুরুদ্দিন খলিল

অনুবাদক : **এম. এ. ইউসুফ আলী**

সম্পাদক : **ইলিয়াস মশহুদ**

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 10, UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bukharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96854-0-1

Sultana Shajartud Durr
by Nuruddin Khalil

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মামলুক সালতানাত। ইতিমধ্যে এই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দুজন সুলতানের জীবনী কালান্তর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। একটা ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ*। এটাকে আমরা 'মামলুক সিরিজ-২' হিসেবে রেখেছি। আর সুলতানা শাজারাতুদ দুর যেহেতু প্রথম মামলুক শাসক, তাই তাঁর জীবনীগ্রন্থকে 'মামলুক সিরিজ-১' রাখা হলো। এ ছাড়া 'মামলুক সিরিজ-৩' হিসেবে ইমরান আহমাদের *সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স* প্রকাশিত হয়েছে। এখন *সুলতানা শাজারাতুদ দুরের* সঙ্গে মামলুক সিরিজ-৪ হিসেবে *সুলতান মানসুর কালাউনের* জীবনীও প্রকাশিত হলো। মামলুক সালতানাতের ওপর আরও কিছু গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা আছে। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সুলতানা শাজারাতুদ দুর ও সুলতান মানসুর কালাউন গ্রন্থ দুটি রচনা করেছেন মিসরের শিকড়সন্ধানী ইতিহাসবিদ নুরুদ্দিন খলিল। লেখক গ্রন্থটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে রচনা করেছেন। অবশ্য সুলতানার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ই তাতে স্থান পেয়েছে। তারপরও পাঠ সাবলীল রাখতে এবং গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে অনুবাদক এম. এ. ইউসুফ আলী বেশ কিছু তথ্য সংযোজন করেছেন। এতে পাঠক ব্যাপক উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি; আর সেটা হলো নারীনেতৃত্ব। যেহেতু এটি ইতিহাসে গ্রন্থ, তাই এখানে আমরা ফিকহ বা ফাতওয়া বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। এ বিষয়ে কারও কিছু জানার থাকলে কোনো বিজ্ঞ মুফতির কাছ থেকে জেনে নেওয়ার অনুরোধ থাকল।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। তিনি নিজেও অনেক তথ্য যাচাই-বাছাই করেছেন। কোনো কোনো নামের সঙ্গে ইংরেজি নামও জুড়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া মূল গ্রন্থে বিভিন্ন নামের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভুল ছিল, সেগুলোও তিনি সংশোধন

করে দিয়েছেন। আমাদের ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থের মতো পুরো গ্রন্থটিকে অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম দিয়ে চমৎকারভাবে বিন্যাস করেছেন।

মুতিউল মুরসালিন আর আবদুল্লাহ আরাফাতও বইটির কাজে সহযোগিতা করেছেন। এ ক্ষেত্রে মুতিউল ও আমি একবার করে গ্রন্থটি পড়েছি। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কারও নজরে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। আল্লাহ আমাদের সবার যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১০ অক্টোবর ২০২২

অনুবাদকের কথা

হিজরি সপ্তম শতাব্দী মোতাবিক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিমবিশ্ব অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। একদিকে ফরাসি সম্রাট নবম লুইয়ের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা মানসুরায় যুদ্ধে লিপ্ত, পূর্বদিক থেকে ধেয়ে আসছে তাতারঝড়; বিপরীতে আইয়ুবিদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, খাওয়ারিজমিদের সম্প্রসারণবাদ। এই সঙ্গিন মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ইনতিকাল করেন অকুতোভয় সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুব। এরপর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেতৃত্ব দেন তাঁর স্ত্রী শাজারাতুদ দুর। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী শাসক। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব ক্রুসেডারদের প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনগণ তাঁর প্রতি ভীষণ মুগ্ধ হয়। এরপর নাজমুদ্দিন আইয়ুবের পুত্র সুলতান তুরানশাহ নিহত হলে তিনি শাসনমঞ্চে আরোহণ করেন। লেখক নুরুদ্দিন খলিল *শাজারাতুদ দুর কাহিরাতুল মুলুক ওয়া মুনকিজাতু মিসর* গ্রন্থে সংক্ষেপে এ সময়ের ইতিহাসের সামগ্রিক বিবরণ তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তাআলার অসংখ্য কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, যিনি গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ অনুবাদের তাওফিক দিয়েছেন আমাকে। মূল আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বেশকিছু জায়গায় তথ্য সংযোজন করেছি, যুক্ত করেছি তথ্যসূত্রসমূহ। এ যাত্রায় অভিভাবকের স্থানে দাঁড়িয়ে প্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছেন কালান্তর প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ। তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া আরও যারা শ্রীবৃদ্ধি ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অবিরাম দুআ।

সুহৃদ পাঠকদের কাছে অনুরোধ, কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ।

এম. এ. ইউসুফ আলী
১ আগস্ট ২০২১
yousufngn@gmail.com

উৎসর্গ

প্রাচীন ও আধুনিক
ক্রুসেডসমূহের
শহিদদের প্রতি।

সূচি

ভূমিকা

প্রোপাগান্ডার শিকার মামলুক শাসকরা # ১৩

প্রথম অধ্যায়

মামলুকদের পরিচয় # ১৫

এক	: মামলুকদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা	১৫
দুই	: মামলুকদের জন্মকথা	১৬
তিন	: বিভিন্ন সভ্যতায় দাসদের অবস্থান	১৭
চার	: ইমাম ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদিস সালাম	১৯
পাঁচ	: মামলুক সাম্রাজ্য	২২
ছয়	: আল মামালিক আল বাহরিয়া ও শাসনকাল	২৪
সাত	: আল মামালিক আল বুরজিয়া ও শাসনকাল	২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাজারাতুদ দুরের শাসনামলের ঐতিহাসিক পটভূমি # ২৭

এক	: ক্রুসেড অভিযানসমূহ	২৭
দুই	: মোঙ্গলদের আক্রমণ	৩০
তিন	: ক্রুসেডার ও মোঙ্গলদের মৈত্রী	৩২

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসি সম্রাট সেন্ট নবম লুই # ৩৩

এক	: নবম লুইয়ের অসুস্থতা	৩৩
দুই	: ক্রুসেডের প্রস্তুতি	৩৪

তিন : মিসর দখলের পরিকল্পনা ৩৫
চার : ধার্মিকতা, কপটতা ও অহংকার ৩৬
পাঁচ : নাজমুদ্দিন আইয়ুবের প্রতি সম্রাট লুইয়ের চিঠি ও জবাব ৩৭
ছয় : দিময়াত দখল ৩৯
সাত : দিময়াত পরিণত হলো খ্রিষ্টনগরীতে ৪০
আট : মানসুরার পথে ৪১
নয় : মিসরি কিবতির বিশ্বাসঘাতকতা ৪২
দশ : মানসুরাযুদ্ধের বিপর্যয় ৪৩
এগারো : সংকটে নবম লুই ৪৪
বারো : নবম লুইয়ের বন্দিজীবন ৪৭
তেরো : ফরাসি রানি মার্গারেটের সাহসিকতা ৪৭
চৌদ্দ : লুইয়ের নতুন ক্রুসেডের পরিণতি ৪৮

চতুর্থ অধ্যায়

শেষ আইয়ুবি শাসক ও আইয়ুবি রাজপরিবার # ৫০

এক : সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ইনতিকাল-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ৫০
দুই : আল আফজাল ইবনু সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ৫১
তিন : সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ভাই আল আদিল ৫২
চার : আল কামিল ইবনুল আদিল ৫৩
পাঁচ : আইয়ুবি রাজপরিবারে মতবিরোধ ৫৫
ছয় : সুলতান আল কামিল ও কুদস হস্তান্তর ৫৫
সাত : আইয়ুবি রাজপরিবারের গৃহযুদ্ধ ও নাজমুদ্দিন আইয়ুব ৫৭
আট : থিওবাল্ডের নেতৃত্বে ফরাসি ক্রুসেডারদের আক্রমণ ৫৮
নয় : ক্রুসেডারদের থেকে আল কুদস পুনরুদ্ধার ৬০
দশ : ক্রুসেডারদের থেকে আসকালান পুনরুদ্ধার ৬১
এগারো : সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মৃত্যু ৬২
বারো : তুরানশাহ ৬৩
তেরো : বিজয়নেশা ৬৪
চৌদ্দ : তুরানশাহের মৃত্যু ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

দৃঢ়প্রত্যয়ী, সাহসী নারী শাজারাতুদ দুর # ৬৭

এক	: বিশ্বস্ত স্ত্রী	৬৭
দুই	: সামরিক ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা	৬৯
তিন	: মিসরের সম্রাজ্ঞী	৭১
চার	: জুমুআর খুতবায় দুআ	৭২
পাঁচ	: অভিষেক অনুষ্ঠান	৭২
ছয়	: কর্মতৎপরতা	৭২
সাত	: শাসনকাজ থেকে অব্যাহতি	৭৩
আট	: ইসলামে নারীনেতৃত্বের বিধান	৭৫
নয়	: মামলুক সুলতান ইজ্জুদ্দিন আইবেক	৭৮
দশ	: ইজ্জুদ্দিন আইবেকের শাসনামল	৮০

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাজারাতুদ দুরের শোচনীয় পরিণতি # ৮৪

এক	: দাম্পত্যজীবনের প্রথম সাত বছর	৮৪
দুই	: বিরক্ত স্বামী আইবেক	৮৫
তিন	: আহত নারীর প্রতিশোধ	৮৭
চার	: ইজ্জুদ্দিন আইবেকের মৃত্যু	৮৭
পাঁচ	: শাজারাতুদ দুরের মৃত্যু	৮৯

সপ্তম অধ্যায়

ইতিহাস রচনার চৌরাস্তায় # ৯২

এক	: ইতিহাসের ইতিহাস	৯২
দুই	: ক্রুসেড-যুগের ইতিহাসবিদরা	৯৩
তিন	: অন্যান্য গবেষকের অভিমত	৯৭
চার	: মধ্যপ্রাচ্যের তথ্যসূত্রসমূহ অবলম্বনকারী ইতিহাসবিদ	৯৮
পাঁচ	: নারী ইতিহাসবিদরা	১০৬

অষ্টম অধ্যায়

জিজ্ঞাসাসমূহ # ১১২

এক	: আইবেকের হত্যাকারী কে	১১২
দুই	: সুলতান ইজ্জুদ্দিন আইবেক কীভাবে নিহত হন	১১৩
তিন	: মসুলের গভর্নর লুলুর মেয়েকে আইবেক কেন পছন্দ করেছিলেন	১১৪
চার	: মামলুকরা কোথায় ছিল	১১৫
পাঁচ	: উম্মু আলির ঘটনা কী এবং মামলুকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক	১১৬
ছয়	: ইতিহাসবিদদের মতামতের সারাংশ : অভিযোগের আঙুল মামলুকদের প্রতি	১১৭

ভূমিকা

প্রোপাগান্ডার শিকার মামলুক শাসকরা

‘আল মামালিক আল মুফতারা আলাইহিম’ বা ‘অপবাদে জর্জরিত মামলুকরা’ সিরিজে মিসর ও শামের কয়েকজন মামলুক শাসকের ন্যায়পরায়ণতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাঁদের শাসনকাল অতিবাহিত হয়েছে প্রায় হাজার বছর আগে। বাস্তবতা হচ্ছে, ইতিহাস উল্লিখিত মামলুকদের প্রতি সুবিচার করেনি, দেয়নি তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য; অথচ কত জ্বলজ্বলে তাঁদের কীর্তি-অবদান।

প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসবিদরা তাঁদের অবহেলা করেছেন, তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি; বরং আরব ও মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়কর এ অধ্যায়ে তারা ব্যস্ত থেকেছেন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে শুধু প্রসিদ্ধদের নিয়ে। যেমন : মুসলিমদের মধ্যে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, নুরুদ্দিন জিনকি, কিলিজ আরসালান প্রমুখ। ক্রুসেডারদের মধ্যে বোহেমন্ডরা, ইউরোপীয়দের মধ্যে রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট, জার্মান সম্রাট ফ্রেডরিক, ফরাসি নবম লুই প্রমুখ। উমাইয়া, আব্বাসি, ফাতিমি, আইয়ুবি শাসক ও আমিরদের অতিপ্রশংসা-বিষয়ক ভূরিভূরি বইপত্র পাওয়া গেলেও মহান মামলুক শাসকদের সম্পর্কে তেমন কোনো লেখা পাওয়া যায় না। অথচ তাঁরা শুধু আরব কিংবা মুসলিমদের জন্য নন; বরং পুরো মানবসভ্যতার জন্য ন্যায়-ইনসাফ বাস্তবায়ন করেছেন।

বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, পরিস্থিতি যখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন পূর্বসূরি খলিফা ও আমিরদের আনীত গৌরব ও ঐতিহ্যের হ্রাস-বৃদ্ধিহীন ঐতিহাসিক আলোচনা পরবর্তীদের জন্য কতই-না গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী পশ্চিমা অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ইসলামি ইতিহাস ও ঘটনাসমূহে অশুদ্ধতা ছড়াতে সর্বাত্মক অপতৎপরতা চালায়। তাদের কেউ কেউ শাজারাতুদ দুরকে বিস্মৃতির আঁধারে ঠেলে দিতে চায়। অথচ শাজারাতুদ দুর হচ্ছেন প্রথম মামলুক শাসক; কিন্তু তারা তাঁর স্বামী ইজ্জুদ্দিন আইবেককে প্রথম মামলুক সুলতান হিসেবে দেখায়। তাদের কেউ কেউ মানসুরায় ফরাসিদের আক্রমণের

ঘটনা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করে দেখায় বিপৎসংকুল বন্ধুর পথ। পক্ষান্তরে মামলুকদের বীরত্ব ও মিসরের লড়াকু সেনাদের কথা বেমালুম ভুলে যায়।

আরববিশ্বের কথিত শিক্ষাবিদদের প্রতি একরাশ আফসোস, যারা কিনা তাদের লেখার উৎস ও সূত্র হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে পশ্চিমাদের অসত্য লেখাগুলো। তারা ভুলে গেছে কিংবা ভোলার ভান ধরেছে যে, পশ্চিমাদের অধিকাংশ ইতিহাস আমাদের পূর্বসূরি আবুল ফিদা, মাকরিজি, ইবনু কাসির, তাবারি, কালানিসি প্রমুখের লেখার ভাষান্তর। অথচ তারা ভালোভাবেই জানে, অনারবদের জন্য আরবি থেকে রূপান্তর কত কষ্টসাধ্য। আমানতদারিতা, নিরপেক্ষতা ও তথ্যবিকৃতির কথা না-ই বা উল্লেখ করলাম।

এ জন্য মামলুকদের মতো মিসরের বীরদের ইতিহাস প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো আমাদের জাতীয় দায়িত্ব: মিসরবাসী যাতে এ সকল বীরকে—তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ—আদর্শ হিসেবে বরণ করতে পারে। কেননা, জাতি গঠিত হয় মূলত জাতির সন্তানদের বাহুবল, মেধা, মননশীলতা ও আত্মিক শক্তিতে। ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম যদি পূর্বসূরিদের গৌরবগাথা সম্পর্কে জানতে না পারে, তাহলে তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ আসবে কীভাবে? কোথায় পাবে তারা উপদেশ আর তেজ? উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে তারা কীভাবে এগিয়ে যাবে? পূর্বসূরিদের কীর্তি সম্পর্কে যদি অজ্ঞ থাকে, তাহলে তো তারা হারিয়ে যাবে ভ্রান্তির আঁধারে। আটকে যাবে প্রলুব্ধকর বক্রতায়। পেয়ে বসবে অসুস্থ বিভ্রান্তি। চোখধাঁধানো চিত্তাকর্ষক সভ্যতা বলতে যা পাবে, তা অন্তঃসারশূন্য। যার পেছনে লুকিয়ে আছে শুধু চিন্তার বিনাশ আর বিশাল এক শূন্যতা।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে আমরা মামলুক শাসকদের মতো মহান বীরদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি—যারা মুক্ত করবে কুদস, প্রতিরক্ষা দেবে ফিলিস্তিনি শিশুদের। লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে স্বাধীন করবে ইসলাম ও আরববিশ্ব। নব্য ক্রুসেডারদের আস্বাদন করাবে সেই পরাজয়সুরা, যা হাজার বছর আগে পান করেছে তাদের পূর্বসূরিরা।

নুরুদ্দিন খলিল
রমজান ১৪২৫—অক্টোবর ২০০৪

প্রথম অধ্যায়

মামলুকদের পরিচয়

এক. মামলুকদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা

আবহমানকাল থেকে মানুষের মন্দপ্রবণতা ছাপিয়ে যায় তার সুকুমারবৃত্তিকে, তবে আল্লাহ যাকে বিরত রাখেন, তার কথা ভিন্ন। মামলুকদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিদাতা কাউকে খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। যদি তাঁদের সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে হাতের নাগালে থাকা কোনো গ্রন্থেই এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাবেন না। আরও আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, সাধারণ জনগণের অধিকাংশই মামলুকদের আলোচনা উঠলে ভ্রু কুঁচকায়, যেন তাঁদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে কিংবা উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে!

কেউ কেউ সুদূর অতীতের ফিরআউনদের পিরামিড নির্মাণকে জবরদস্তি ও দাসত্বমূলক কাজ হিসেবে বর্ণনা করে। সম্রাটের দাফনের জন্য নির্মিত পিরামিডগুলোতে ফিরআউনদের দম্ভ ও সীমালঙ্ঘন পরিদৃষ্ট হয়; অথচ তারাই আবার সম্রাট ও সম্রাটদের প্রতি প্রাচীন মিসরবাসীর লুক্কায়িত ভালোবাসা, সম্মান-মর্যাদা, তাদের দীনদারি ও ইবাদত-বন্দেগির কথা ভুলে যাওয়ার ভান করে। এদের অনেকে আবার মামলুকদের নিছক দাস মনে করে। বর্তমানের অনেককে পাবেন, যারা তাঁদের আলোচনা শুনলে নাক সিটকায়। তাঁদের গিলে ফেলতে উদ্যত হয়; অথচ তারাই আবার মিসরের মামলুক শাসনকাল নিয়ে মায়াকান্না করে। এটা হাস্যকর বিষয় যে, যখন তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়—শাজারাতুদ দুর সম্পর্কে কী জানেন, বলুন? তখন তাৎক্ষণিক কেবল কাঠের খড়মের দিকে ইঙ্গিত করে বলবে, তিনি তাঁর স্বামী ইজ্জুদ্দিন আইবেককে এটা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করিয়েছেন। পুনরায় যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এ ছাড়া আর কী জানেন? তাহলে অখণ্ড নীরবতা ছাড়া তাদের থেকে আর কিছু পাওয়া যায় না!

যদি জিজ্ঞেস করেন, আক্কা জয় করেছে কে? তাহলে সে বোকার মতো 'হা' করে তাকিয়ে থাকবে। এরপর আমতা আমতা করে বলবে, আক্কা... নেপোলিয়ন...![১]

[১] ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিজেতা নেপোলিয়ন আক্কা অবরোধ করেন এবং তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লেখক ওই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।